হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

মরক্কো এবং তারিকাতের আশীর্বাদ

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ, গত সপ্তাহে তিনি আমাদের একটি ভ্রমণে সাহায্য করেছেন, আমরা মরক্কো গিয়েছিলাম এবং অতঃপর জার্মানীতে। আমরা এই প্রথম মরক্কো গেলাম। আমরা অনেক দেশে গিয়েছি। সেখানে সালতানাত আছে,, একজন সুলতান তাদের উপর প্রশাসনে আছেন। আমরা বিশ্বের অনেক জায়গায় গিয়েছি, এমন জায়গাও গিয়েছি যেখানে সুলতান আছেন। সুলতান থাকা দেশগুলো আরও বেশী শান্তিপূর্ণ।

মরক্কোর পবিত্র ব্যক্তিবর্গ সেদেশের সালতানাতে আছেন, তারা তাকওয়া (খোদাভীরুতা) সম্পণ্ন মানুষ এবং নাবী (সাঃ) এর বংশধর। তারা আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর সম্মান উচ্চে রাখে। আমরা এই প্রথম এমন একটি জায়গায় গেলাম যেখান কোন ওয়াহাবী বা সালাফী নেই। এই মতবাদ সেখানে নিষিদ্ধ। কেন সেটা নিষিদ্ধ? তারা ফিতনা। তারা ফিতনা তৈরী করে এবং তাদের মাধ্যমে শয়তানকে সব জায়গায় প্রবেশ করে। তারা 'আল্লাহ্' বলে মানুষকে বিপথগামী করে। তারা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে সরিয়ে নেয় এবং নাবী (সাঃ) এর পথ থেকে সরিয়ে নেয়। তারা ইসলামের ভিতর শত্রুতা এবং ফিতনা তৈরী করে।

তারা মরক্কোতে সেটা জানে, তারা সেটা বুঝতে পেরেছে এবং ওয়াহাবী মতবাদ নিষিদ্ধ। সেখানে শুধু আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহ এবং তারিকাত মাশাআল্লাহ। সেখানে বেশ অনেকগুলো তারিকাত আছে। ইসলামে ৪১টি তারিকাত আছে। সেখানে প্রায় সবগুলোই আছে, সাযিলী থেকে শুরু করে সাম্মানী এবং তিজানী, সব ধরণের তারিকাহ। শুধুমাত্র নাকশবান্দী তারিকাহ সেখানে নেই। কেন নেই? যেহেতু সেখানে বহু তারিকাহ আছে, নাকশবান্দীর সেখানে প্রয়োজন পড়েনি।

তারিকাহসমূহ সেখানে কি করেছে? তারিকাহ সেখানকার পুরো কৃষ্ণ আফ্রিকাকে মুসলিম করেছে। উত্তর আফ্রিকা বিজয় করা হয়েছে, অনেক সময় উত্তর আফিকা যুদ্ধ দ্বারা উন্মুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু বাকীটা ইসলামে এসেছে তারিকাতের মাধ্যমে। উত্তর আফ্রিকার একভাগ তালওয়ার দ্বারা বিজয় করা হয়েছে, বাকীটা তারিকাতের মাধ্যমে ইসলামে এসেছে। তারিকাহ ইসলাম ছড়িয়েছে এবং ওইসব মানুষদের ইসলামের ভালোবাসা দিয়েছে।

তারা সবাই মুর্তিপূজারী ছিল এবং তারিকাত তাদের সবাইকে ধীরে ধীরে মুসলিম বানিয়েছে।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

তারিকাত বহু মিলিয়ন মানুষকে মুসলিম করেছে। এটাই তারিকাতের বারাকাত, তারিকাতের আশীর্বাদ। আর ওয়াহাবীরা মানুষকে ধর্ম ত্যাগ করায়। তারা জোরপূর্বক মানুষদের বহিষ্কার করে অথবা দোষারোপ করে এই বলে যে, "তুমি মুসলিম নও, তুমি মুশরিক।"

এটি একটি স্পষ্ট বিষয় এবং বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তা সহজেই দেখতে পায়। বুদ্ধিমান মানুষ দেখে যে সালাফী বা ওয়াহাবী নামক মানুষেরা সঠিক পথে নেই। এই ব্যাপারটি পরিষ্কার। তারিকাহ মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করে এবং তাদেরকে মুসলিম করে আর ওই লোকেরা মানুষদের কাফির এবং মুশরিক বলে ধর্ম থেকে বহিষ্কার করে।

আল্লাহ্ (জাল্লা জালালুহু) এরকম লোকদের থেকে আমাদের হিফাযাত করুন। তাদেরকে থামতে বলার জন্য কারও থাকা অত্যাবশ্যক। মরোক্কানরা বৃদ্ধি পাক ইনশাআল্লাহ্, মরক্কোর মত আরও দেশ হোক ইনশাল্লাহ। আমরা সুলতান আছে এমন অনেক দেশেই গেছি। সেসব দেশে ওয়াহাবীরা তারিকাতের লোকদের থেকে বেশি। ওয়াহাবীরা সব জায়গায় ছড়িয়ে গেছে ক্যান্সারের মত।

ওয়াহাবীরা ওখানে কিছু করতে পারবে না। এই সুলতান, মাশাআল্লাহ, শাসন নিজের হাতে রাখেন, অন্যান্য জায়গার মত নয়। অন্যান্য জায়গায় সুলতানেরা সুলতান কিন্তু শাসন করতে পারে না। সরকার সেখানে শাসন করে। সুলতান মানেই সে নিজে শাসন করবে এবং তিনি মানুষকে ইসলামের আদেশসমূহ বলবেন কারণ তিনি দায়িত্বশীল। প্রতিটি প্রশাসক এবং প্রতিটি সুলতানকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। আল্লাহ্ ভালো মানুষদের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন। আল্লাহ্ মানুষদের রক্ষা করুন, বিশেষ করে মুসলিমদের, অন্যান্য লোকদের অনিষ্ট থেকে।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
৩১ মে ২০১৬/২৪ শাবান ১৪৩৭
ফাজর নামায, আকবাবা দারগাহ।